৭।

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 MAY 199[illegible]
পৃঃ ১২ কলাম ৫

বুয়েট সঙ্কট নিরসনে ডঃ মাহমুদের উদ্যোগ ॥ সিন্ডিকেটে পৃথকভাবে ১৩ শিক্ষকের আবেদন

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর চলমান সঙ্কট নিরসনে ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের দিক থেকে নতুন কোন উদ্যোগ নেয়া না হলেও পদত্যাগী উপাচার্য শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। স্থাপত্য বিভাগের অব্যাহতি প্রাপ্ত ১৩ শিক্ষকও গতকল মঙ্গলবার সিন্ডিকেটের কাছে পৃথক পৃথকভাবে চিঠি লিখেছেন তাঁদের প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য।

বুয়েটের পদত্যাগী ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। বৈঠকে বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ ইকবাল মাহমুদ পরে জনকণ্ঠকে বলেন, "আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে হবে। তবে সমাধানের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।" এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির একজন নেতা বলেন, আলোচনা শেষ হয়নি। কোন সম্মানজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা হতে থাকবে। এদিকে বুয়েটের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত কোন সরকারী উদ্যোগের খবর পাওয়া যায়নি। শিক্ষক সমিতি ও চ্যান্সেলরকে লেখা চিঠির উত্তর পাওয়া যায়নি।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ বলেন, আমরা আলোচনা করছি কিভাবে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। সরকারী উদ্যোগ ছাড়া নিজেদের মধ্যে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ডঃ আকন্দ বলেন, চিন্তা-ভাবনা চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন উদ্ভূত সমস্যার সম্মানজনক সমাধান হবে।

স্থাপত্য বিভাগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ গত ২৬ এপ্রিল সিন্ডিকেট কর্তৃক পদত্যাগপত্র গ্রহণের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য মঙ্গলবার সিন্ডিকেটের কাছে আলাদাভাবে আবেদন করেছেন। গত ৩ মে সিন্ডিকেটে তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য চিঠি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলে ১৩ শিক্ষক আলাদাভাবে সিন্ডিকেটের কাছে আবেদন জানান। অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে একজন ডঃ ফুয়াদ হাসান মল্লিক জনকণ্ঠকে বলেন, আমাদের ১৩ শিক্ষকের ক্লাসে ফিরে যাবার জন্য সিন্ডিকেটের কাছে চিঠি লেখাটাই করণীয় ছিল। তিনি বুয়েটে বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনের জন্য উপাচার্যের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ১৩ শিক্ষকের সবাইকে পুনর্বহাল করাটা সমস্যা সমাধানের বড় একটা অংশ। ডঃ ফুয়াদ মল্লিক বুয়েট সমস্যার আশু সমাধান কামনা করে বলেন, আমরা ক্লাসে ফিরে যেতে চাই।

এদিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম বুয়েট পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার ডঃ মাহবুবুল করিম এবং ডঃ শামসুল আলম মোহন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে— অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও পেশাগত প্রতিহিংসা কিংবা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী কোন কোন মহলের অনুপ্রেরণাই উপাচার্য ও ৭০ পদাধিকারী ব্যক্তির একযোগে পদত্যাগের কারণ। এখানে স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ অজুহাত মাত্র। বাইরের কোন প্রচারণা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষার সামগ্রিক স্বার্থে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আরও সহনশীল ও যুক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে নিজেদের সৃষ্ট এ অভ্যন্তরীণ সমস্যা তাঁরাই মিটিয়ে ফেলার যোগ্যতা প্রদর্শন করবেন বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।